পরা এবং অপরা সরস্বতী

ডঃ মনোরঞ্জন দে

সরস্বতী হলেন বিদ্যা বা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । এই জড়জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন দুর্গা । তার আবরনের মধ্যেই আমরা সরস্বতী দেবীকে অপরা বিদ্যাধিষ্ঠাত্রীরূপে পূজিতা হতে দেখতে পাই ।

উপনিষদে পরা এবং অপরা নামে দুটি বিদ্যার কথা উল্লেখ রয়েছে । পরা বিদ্যার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়, পক্ষান্তরে অপরা বিদ্যা মানুষকে ভগবৎ বিমুখ করে । পরা এবং অপরা - এই দুই বিদ্যার ই অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম সরস্বতী । যারা মায়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভগবান কে বাদ দিয়ে জড়সুখে প্রবৃত্ত হয়েছেন তারাই অপরা সরস্বতীর উপাসনা করেন । মায়াবদ্ধ জীব কৃষ্ণ থেকে সরস্বতী কে স্বতন্ত্র মনে করে তার কাছ থেকে বিদ্যা-বুদ্ধি-সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে নানা বিধ জ্ঞান প্রার্থনা করে । কিন্তু ভক্তগণ সরস্বতী কে সাক্ষাৎ কৃষ্ণভক্তি প্রদানকারিনী রূপে দর্শন করেন । অপরাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী মায়াবদ্ধ জীব দ্বারা পূজিতা সরস্বতী হলেন পরাবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী বা বাগদেবীর ছায়া বিশেষ মাত্র ।

সাধারণত প্রতিবছর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা উদযাপন করা হয় । দেবীর প্রিয় ফুল হলো পলাশ ফুল । তিনি শ্বেতবসনা, তাঁর বাহন হল বিশেষ ধরনের সাদা রাজহাঁস, হাতে বীনা যা নৃত্য-গীতের দ্যোতক । নিচে অতি সংক্ষেপে দেবীর পূজায় যেসব প্রণাম মন্ত্র, স্তোত্র,ধ্যান উপাচার এবং প্রার্থনা মন্ত্র রয়েছে সেগুলো উল্লেখ করা হল -

১. সরস্বতীর কাছে উপাচার নিবেদনের মন্ত্র :

ওঁ ঐং সরস্বতৈ নম:

২.সরস্বতীর স্তোত্র সমূহ :

শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেত পুষ্পোপশোভিতা।
শ্বেতাম্ববা ধরা নিত্যা শ্বেত গন্ধলেপুনা।।
শ্বেতাক্ষসূত্রহস্তা চ শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতা।
শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কার ভূষিতা
বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈর্চ্চিতা সুর দানবৈঃ।
পূজিতা মুনিভি: সর্ব্বৈ: ঋষিভিঃ স্তুয়তে সদা।।
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রী সরস্বতীম্।
যে স্মরতি ত্রিসন্ধ্যায়ং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে।।

৩. সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্র

ওঁ তরুণসকলমিন্দে বিভ্রর্তি শুদ্ধকান্তিং
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষন্না সিতাজে ।
নিজ করকমলোদ্যপ্লেনী পুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগদেবতা নঃ ।।

৪. **সরস্বতীর প্রনামমন্ত্র**

i. সরস্বতৈ নমোনিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যা-স্থানেভ্য এব চ।।
সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরুপে বিশালাক্ষী বিদ্যাংদেহি নমোহস্তুতে।।

ii. জয় জয় দেবী চরাচর সারে।
কুচযুগ শোভিতমুক্তা হারে।।
বীনা পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে।
ভগবতী ভারতী দেবী নমোহস্তুতে।।

Iii. টং টং সরস্বতী নির্মলবরণে ।
শিরে জটা গজমতি হারে ।।
লাগ লাগ বিদ্যা মোর কন্ঠে লাগ ।
যাবৎ জীবেৎ তাবৎকাল থাক।

৫. সরস্বতীর প্রার্থনামন্ত্র :

ওঁ যথা ন দেবো ভগবান ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সংতির্ষ্ঠেত্তথা ভব বরপ্রদা।।
ওঁ বেদাঃ শাস্ত্রানি সর্বানি নৃত্যগীতা দিকঞ্চযৎ।
ন বিহিনং ত্বদা দেবী তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ।।
ওঁ লক্ষ্মীর্মেধা ধরা তুষ্টিঃ গৌরী পুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্ম্মাং সরস্বতী।।

সরস্বতী দেবীর রং শুভ্র বা শ্বেত । এই বর্ণ সত্ত্বগুণ নির্দেশ করে । তার বীনা এবং বাহন এর বর্ণও সাদা । বাহন হল এক বিশেষ ধরনের রাজহংস, এই হংসটির তাৎপর্য হলো বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রে অসার বস্তু ত্যাগ করে সারবস্তু গ্রহণ করা উচিত শাস্ত্রে আছে-

অনন্তশব্দশাস্ত্র কিলং ।
তথা আয়ু স্বল্প বিঘ্না চ বহুব: ।।
তত যথা হংস অম্বুমধ্যাৎ ।
ক্ষীরম ইব পিয়ম ।।

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে অসংখ্য শাস্ত্র রয়েছে, সবকিছু অধ্যায়ন করা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় । এজন্য জলের (অম্বু) মধ্যে দুধ মিশ্রিত করে হাঁসকে পান করতে দিলে, সে জল টুকু বর্জন করে শুধু দুধ টুকুই গ্রহণ করে । হাঁসের এই আচরণ দেখে স্বল্প আয়ুসম্পন্ন মানুষেরও বিভিন্ন শাস্ত্রাদির মধ্যে যেগুলি সার, একমাত্র সেগুলো গ্রহণ করে অসার গুলো বর্জন করা উচিৎ ।

শ্রীল জীবগোস্বামী পাদ তাঁর তত্বসন্দর্ভ বইতে বলেন (১৭শ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) যে সাধারণ মানুষ কর্তৃক পূজিতা সরস্বতী দেবী সংকীর্ণ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় । সংকীর্ণ শাস্ত্র বলতে তিনি মূলত সত্ব-রজঃ-তম গুণসম্পন্ন শাস্ত্রাদি বুঝিয়েছেন । শ্রীল সূত গোস্বামী শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠের আগে মঙ্গলাচরণে যে " দেবীং সরস্বতীং ব্যসংততো জয়মুদিরয়েৎ " বলে যে সরস্বতী কে প্রণাম করেছিলেন তিনি হলেন পরাবিদ্যারূপীনি সরস্বতী । আবার শ্রীল শুকদেব গোস্বামীও " প্রচোদিতাযেন পুরা সরস্বতী " - এই বাক্যে বলেছেন বেদরূপাবাণী ভগবৎ আজ্ঞায় ব্রহ্মার মুখে আবির্ভূতা হয়েছেন । এর দ্বারা তিনি " সরস্বতীর উপাস্য হলেন শ্রীকৃষ্ণ" তাই নির্দেশ করেছেন, অন্য কথায় শ্রী ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টি বিষয়ক জ্ঞান প্রকাশের জন্য যে সরস্বতী দেবী ভগবানের প্রেরণায় প্রকটিতা হয়েছিলেন, তিনি পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণকেই নিজের উপাস্যরূপে মেনে থাকেন (ভাগবত ১/৪/২২) । এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে -

পূর্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাভিপদ্ম হইতে ।
তথাপিত্ত শক্তি নাই কিছুই দেখিতে ।।
তবে যবে সর্ব্বভাবে লইলা শরণ ।
তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন ।।
তবে কৃষ্ণ কৃপায় স্ফুরিল সরস্বতী ।

সুতরাং দেখা যায় যারা শ্রীকৃষ্ণ চরণে প্রণতি স্বীকার করেন তাদের সরস্বতী দেবীর কৃপা, কৃষ্ণ কৃপাতেই লাভ হয় । সরস্বতী দেবী এই ধরনের ভক্তদের জিহ্বায় নৃত্য করতে থাকেন । শ্রীধর স্বামীপাদ তাঁর কর্তৃক রচিত শ্রীমদ ভাগবতের টিকা ভাবার্থদীপিকার প্রথমেই " বাগীশা যস্য বদনে....... নৃসিংহমহং ভজে " বলে পরা সরস্বতীর স্তব করেছেন ।

দিগ্বিজয়ী পন্ডিত কেশব কাশ্মিরী, মহাকবি কালিদাস প্রমূখ অপরা সরস্বতীর কপট কৃপায় জড়জাগতিক বিদ্যায় যথেষ্ট পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন । আবার মহাপ্রভুর প্রকটকালীন অবস্থায় এরূপ সরস্বতীর কৃপায় নবদ্বীপের প্রায় সকলেই যথেষ্ট পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন । শ্রীলবৃন্দাবন দাস ঠাকুর তার রচিত শ্রী চৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ করেছেন -"সরস্বতী প্রসাদে সবাই মহাদক্ষ " অথচ পরাবিদ্যারূপীনি সরস্বতীর প্রাণপতি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে সবার প্রতিভাই পরাস্ত হয়েছিল ।

দিগ্বিজয়ী পন্ডিত অতি অল্পসময়ে অতি সহজেই পরাজিত হয়েছিলেন । তাঁর কাছে শাস্ত্র আলোচনায় পরাভূত হয়ে ওই পন্ডিত আরাধ্যা দেবী সরস্বতীর মন্ত্র জব করলে সরস্বতী দেবী আবির্ভূতা হয়ে তাকে বলেন -

যাঁর ঠাঞি তোমার হইল পরাজয়।
অনন্ত ব্রাহ্মাণ্ড নাথ সেই সুনিশ্চয়।।
আমি যার পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী।
সন্মুখ হইতে আপনারে লজ্জাবাসি।।
....
যত কিছু মন্ত্র তুমি জপিলে আমার।
দিগ্বিজয়ী পদফল না হয় তাহার ॥
মন্ত্র জপের ফল এবে সে পাইলা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ সাক্ষাতে দেখিলা ।।

উপরোক্ত অবস্থায় দিগ্বিজয়ী পন্ডিত সরস্বতীর নিষ্কপট কৃপা পেয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে পতিত হয়ে বলেছিলেন -

" সরস্বতী পতি তুমি দেবী মোরে কহে ।"

তারপর মহাপ্রভু এই পন্ডিতকে তাঁর কৃপাবর্ষণ করে বলেছিলেন -

" দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে ।
ঈশ্বরে ভজিলে সেই বিদ্যাসত্য কহে ।।
....
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয় ।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয় ।।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টতই বলা যায় নিছক জড় ইন্দ্রিয়তোষণের জন্য অপরা সরস্বতীর ভজনা না করে, কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তোষণের নিমিত্ত সরস্বতী ধ্যান এবং পূজা করা উচিত ।

এই প্রবন্ধের জন্য কিছু তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন নিতাই চন্দ্র সাধু মহাশয় । তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ ।